সংবর্ধনা

আবু তাহের

সংবর্ধনা

আবু তাহের

প্রচ্ছদ ◆ রবীন আহসান

সংবর্ধনা

আবু তাহের

শ্রাবণ

সংবর্ধনা

গ্রন্থস্বত্ব	নাট্যকার
প্রথম প্রকাশ	মার্চ ২০০৩
প্রচ্ছদ	রবীন আহসান
প্রকাশক	শ্রাবণ ১৩২, আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন: ০১৭১-০১৭৪২০
	মূল্য: ৪০.০০ টাকা

SANGBORDHONA
A Bengali Drama
by Abu Taher
23 Tylney House, Nelson Street, London, E1 2DU
Published by : Shrabon Prokashoni
March 2003
Price: Tk. 40.00 UK £ 2.00

উৎসর্গ

প্রিয় সহধর্মিনী মিতা তাহের
এবং দুই সন্তান মাহি ও মিমকে

নাট্যকারের বক্তব্য

রাজনীতি আর রাজনীতির নামে যারা ভন্ডামী করেন তারাই এই নাটকের মূল উপজীব্য। নাটকের কাহিনী এগিয়ে চলে একটি তথাকথিত সংবর্ধনাকে কেন্দ্র করে। এরকম সংবর্ধনার কথা বিলেতে এখন হর হামেশাই শুনা যায়। শিল্প সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার দোহাই দিয়ে বুদ্ধিজীবী আর কমিউনিটি সেবক হিসেবে নিজেকে জাহির করার লোক এখন আমাদের আশেপাশে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। আর বৈষয়িক লোভে পড়ে দেশ থেকে এসেও এদের সঙ্গে যোগ দেন বিবেক বর্জিত কিছু রাজনীতিবিদ ও সংস্কৃতিসেবী।

এই নাটকের মূল চরিত্র হেকমত মিয়া বিলেত প্রবাসী সেইসব বাঙালির প্রতিনিধি যারা যে কোনো মূল্যে কমিউনিটিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ধান্ধায় লিপ্ত। হেকমত মিয়া দীর্ঘ দিন ধরেই দেশের নেতানেত্রীদের পেছনে টাকা খরচ করছেন। দেশে নির্বাচন করে এম.পি হওয়ারও খায়েশ জাগে তার। বাংলাদেশের বিবেক বর্জিত রাজনীতিবিদদের প্রতিনিধি শহীদ গাজী বিলেতে গিয়ে নিজের স্বার্থে হেকমত মিয়াকে ব্যবহার করা শুরু করলে তিনি নিজেকে আরো উপরের আসনে ভাবতে শুরু করেন।

নাটকের বিভিন্ন পর্যায়ে হেকমত মিয়ার স্ত্রী জরিনা, ছেলে মতিন, মেয়ে সায়মা, ভাগনা সুমন আর রাজনীতিবিদের চামচা হাবু মিয়াও নানা ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে।

আশা করা যায় ব্যাঙ্গ রসের এই নাটকটি পাঠক এবং দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে। নাটকটি বই আকারে প্রকাশে এবং মঞ্চায়নে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আবু তাহের

চরিত্র

বাবা	-	হেকমত সাহেব
মা	-	জরিনা বিবি
ছেলে	-	মতিন
মেয়ে	-	সায়মা
নেতা	-	শহীদ গাজী
কর্মী	-	হাবু মিয়া
ভাগনা	-	সুমন

১ম দৃশ্য

সকাল। হেকমত সাহেবের ঘর

জরিনা বিবি বসে সুপারি খাচ্ছেন। হেকমত সাহেব ঘরে ঢুকেই বলবেন–

হেকমত ঃ এই ড্রেসটাতে আমারে কেমুন লাগতাছে? আইচ্ছা আমারে পাজামা পাঞ্জাবীতে ভালা লাগে, না স্যুট টাইতে ভালা লাগে? এক্কেবারে হাছা কথা কইবা।

জরিনা ঃ মতলব কি?

হেকমত ঃ কমু বউ কমু। আহা আগে কওতো দেহি?

জরিনা ঃ ঘটনা কি হেইডা আগে কন?

হেকমত ঃ না কইলেই কি হয় না বউ?

জরিনা ঃ না কওনের এমুন কি? কোন কু-মতলব আছে নাকি?

হেকমত ঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ সবকিছুর মধ্যে তোমার কু-মতলব খোঁজা গেল না? তোমার তো আবার মাথা গরম। কইলেইতো গরম হইয়া যাইবো। হেই জন্যই কইতাছি না।

জরিনা ঃ কু-মতলব আছে তো আমি আগেই বুঝবার পারছি। নইলে কেউ এই বুড়া বয়সে এই কথা জিগায়। তাও বউয়ের কাছে? আপনের সরম করে না? কই পোলা মাইয়ার বিয়ার কথা চিন্তা করুম–

হেকমত ঃ এই খুশির সংবাদে এমন করবানাতো বউ? তয় তোমার জন্য অবশ্যই না। কওতো দেহি কেমুন লাগতাছে?

জরিনা ঃ কিছুই লাগতাছে না। কিয়ের মধ্যে কি লাগবো? মিছা কথা বাদ দিলা না। এইবার আর আমি আপনেরে বাঁধা দিমু না। হায়রে আমার কপাল!

হেকমত ঃ হুনো তুমি রাগ কইরো না। মানুষের জীবনের গতি কখন কোন দিকে যাইবো হেইডা কেউ কইবার পারে না।

জরিনা ঃ আপনের জীবনের গতি কোন দিকে যাইবো হেইটা ঠিকই কইবার পারুম।

হেকমত ঃ কাল আমাগো ঘরে মেহমান আইবো। হেইডা কি তুমি জানো? জানো না, তাইলে কইবা ক্যামনে–

জরিনা ঃ মেহমান আইবো এই ঘরে? ঝাড়ু দিয়া পিটাইয়া যদি না দেই তয় আমি বাপের বেটি না।

হেকমত ঃ আহারে মাইরা ফালাইছে। মিসটিক হইয়া গেছে। কি করতে কি কইরা ফালাইছি। আমার জীবনের সব সাধ আল্লাদ শেষ। এই বার গলায় দড়ি দেওন ছাড়া কোন উপায় নাই। বউ পাকা কথা দিয়া দিছি যে–।

জরিনা ঃ কি কইলেন-? দড়ি আমিই দিমু। এইটা আমাগো দ্যাশ না। আমি গলায় দড়ি দিলে পুলিশে সারা জীবন আপানেরে জেলের ভাত খাওয়াইবো- *(কাঁদতে শুরু করে)*

হেকমত ঃ হুন বউ? তোমারে নিয়া চল্লিশ বছর পার কইরা দিছি। আর হেইডার খাতিরে অন্তত আমারটা বাঁচাও। আমি কথা দিয়া দিছি। উনারা চইলা গেলে আমারে যা খুশী কইও। আমি কিছু কমু না। তয় উনাদের সামনে আমারে কিছু কইতে পারবা না।

জরিনা ঃ আপনের লগে আমার আর কোন কথা নাই। আমি বিষ খাইয়া মরুম। পোলা মাইয়ার জন্য আল্লা বাঁচাইয়া রাখছে নইলে কবেই মইরা যাইতাম। হায়রে আমার কপাল।

হেকমত ঃ দেহ বউ- এই অধমেরে উনাদের বেশী পছন্দ বলেইতো দেখা করবার চাইতাছেন। দেখ আমার সিনা উচু হইয়া গেছে। দেখ এই দেখ। আহা কান্না থামাও। বউ তুমি সারা জীবনইতো কারণে অকারণে বুইঝা না বুইঝা কানলা- এইডাতো আমাগো সৌভাগ্য।

জরিনা ঃ আমার ঘর ভাঙ্গে আর উকি কন সৌভাগ্য?

হেকমত ঃ আহা এই আবার! তুমি ঘর ভাংগার কি দেখলা? তুমি কেন বুঝো না। আছে আছে উনাগো লগে যখন পত্রিকায় ছবি ছাপাইবো তখন দেইখো কি হয়।

জরিনা ঃ আমার লগে আজ পর্যন্ত জীবনে কয়খান ছবি তুলছেন কনতো দেহি। আমার আত্নীয় কুটুমের লগে ছবি তুললে ছিনা উচু হয়না- আর জীবনে দেখা নাই জানা নাই তাগো লগে ছবি উঠাইলেই আপনের সিনা উচু হইয়া যাইবো? ছবি তুললে সিনা উচু হয় এইটা আমার বাপের জনমেও শুনিনাই! মাইনসে পাগল-ছাগল ছাড়া কিছুই কইবো না।

হেকমত ঃ চুপ করো বউ- তোমার লগে আর পারি না। তোমার টেম্পার হাই হইয়া গেছে আমি চিঠিডা পোষ্ট কইরা আসি। তোমার টেম্পার হাই

হইলে কিছুই বুঝতে চাও না- আমি আইতাছি। *(হেকমত সাহেব চলে যান)*

জরিনা ঃ মতলব তো সাফ জানা হইয়া গেছে। আর বুঝনের দরকার নাই? আমি আর এই দেশে থাকুম না। তাইলে আপনের যা খুশি তাই করতে পারবেন। কেউ বাঁধা দেয়ার থাকবোনা। দেশে থাকতে উনার এই রোগ ছিলো। ভাবলাম এই দেশে তো এইটা সম্ভব না, কিন্তু হায়রে কপাল বাঙালী যে দিকে যায় তার কপালও সে দিকে যায়- এই কথাখান চির সত্য হইলো আমার কাছে।

মা সায়মা- সায়মা- মইরা গেলি নাকি? *(ভেতর থেকে সায়মা বলবে- আসছি মা)*

মায়মা ঃ কি, ডাকছো কেন? কি হয়েছে?

জরিনা ঃ আমার কপাল হইছে? হারামজাদী সবই তোর দোষ।

সায়মা ঃ আমি আবার কি করলাম? তুমি এমন করছো কেন?

জরিনা ঃ তোর ভাইরে ডাক। আমি আর এই দেশে থাকুম না। কালই চইলা যামু।

সায়মা ঃ কি হয়েছে বলো না?

জরিনা ঃ ডাকতে কইছি ডাক। তোর বাপের মতো বেশী কথা কবি না। তারে ডাক-

সায়মা ঃ ভাইয়া- ভাইয়া *(ডাকতে ডাকতে ভেতরে যায়)*

জরিনা ঃ হায়রে আমার কপাল- কেন যে মাইয়া হইয়া জন্ম নিলাম। নইলে পাগলামির ঠিকই জবাব দিতাম। এই পুড়াকপালির জন্য বিপদে আছি কিছুই কইতে পারতেছি না। জী জী কইরা সংসার চালাইতেছি। মাইয়ার বিয়াডা হইয়া যাক তার পর আল্লা যা করে- এখন আর কিছু কমু না।

(আবার সায়মার প্রবেশ)

সায়মা ঃ ভাইয়া এখনও ঘুমাচ্ছে-

জরিনা ঃ মতিনরে কওতো আমাগো দুইজনেরে দেশে পাঠাইয়া দিতে-

সায়মা ঃ মা তোমার কিছু হলে তা কি আমাদের না? আমার কাছে তো খুলে বলতে পারো?

জরিনা ঃ প্রশ্ন করবি না? যা কই তাই কর? তোরা সব পাগল। তোরা হইলি পাগলের বংশ।

সায়মা ঃ তোমার দুটো পায়ে পড়ি বলো না, আমার কান্না চলে আসছে। না বললে আমি সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলবো।

জরিনা ঃ আমাগো ঘরে মেহমান আইতাছে। তোরে কি কইরা কই লজ্জায় আমার মাথা নাই।

সায়মা ঃ আমিতো জানি।

জরিনা ঃ তুই জানিস? আমারে তো কিছুই কইলি না। জাইনা শুইনা তুই চুপ কইরা আছিস। হায়রে আমার কপাল। আমি কাঁন্দি যার লাগি আর হে আমারে-

সায়মা ঃ আব্বা আমাকে আজই বললেন।

জরিনা ঃ কি কইছেন তোর কাছে?

সায়মা ঃ আমাদের ঘরে নাকি বিরাট বড় লিডার আসবে।

জরিনা ঃ লিডার আইবো? তুই কি হাছা কইতাছস? তাইলে এত সাজুগুজু কিসের?

সায়মা ঃ হ্যাঁ মা, বাবাতো তাই বললেন।

জরিনা ঃ যা তুই ভিতরে যা। কারো লগে কিছু আলাপ করবি না।

সায়মা ঃ তুমি তো কিছুই বললে না মা।

জরিনা ঃ পরে কমু। এখন যা। ভাতটা বসাইয়া দে। রাইতের তরকারি আছে তাতেই হইবো। শুধু ভাতটা রান্না করলেই চলবো।

ওর বাপের কোন কিছু আমার মাথায় ডুকে না। কখন যে কি করে আল্লা জানে-

(গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে হেকমত সাহেবের প্রবেশ)

হেকমত ঃ আজ বড় ভালো দিন করছে বউ। ভাবতাছি গার্ডেনে বারবি কিউ পার্টি করমু।

জরিনা ঃ কালকে যখন মেহমান আইতাছে তখন মেহমানগোরে নিয়াই করেন-

হেকমত ঃ এ আমি কি শুনলাম- আল্লা তোমার কেরামতি বুঝা বড় দায়। আমার বউ কখন যে কি করে কিছুই আমার মাথায় ঢুকে না। কখন যে কি হয় আল্লা জানে-

জরিনা ঃ আগে বুঝাইয়া কইবেন তো–?

হেকমত ঃ তোমার লগে একটু মসকরা করলাম।

জরিনা ঃ আমাগো কি সেই বয়স আছে নাকি?

হেকমত ঃ তাইলে বুঝলা যে খামোখাই তুমি আমার উপর মাথা গরম করো। এইবার তোমার পেয়ারা মতিন বাবা না মার্টিন বাবারে একটু ডাকো।

জরিনা ঃ কেন কি হইলো?

হেকমত ঃ আগে ডাকো তারপর কইতাছি।

জরিনা ঃ মতিন- বাবা মতিন- এইদিকে একটু আয়তো বাবা।

হেকমত ঃ তোমার পোলাতো আমারে দেখবার পারে না। তুমি তারে একটু বুঝাইয়া কও মেহমানগোর সামনে এমুন কিছু যেনো না করে, যাতে আমার ছোট হইতে হয়।

(ঘুমের ড্রেসে মতিনের প্রবেশ।)

মতিন ঃ মাম, So many time I told you not to call motin. I am not any more motin. I am martin, everybody call me martin now.

হেকমত ঃ শুনছো শুনছো গাঁধার বাচ্চা কি কয়? যার বাপে ভালো বাংলা কইতে পারেনা তার পোলায় আবার ইংরেজী কয়।

মতিন ঃ মাম Why did you call me?

জরিনা ঃ কি কস বুজি না। বাংলায় কইতে পারস না?

হেকমত ঃ কইতাছে, ডাকছো কিসের জন্য?

জরিনা ঃ শোন তোর বাপের কাছে মেহমান আইতাছেন, লিডার। তাগো সামনে তুই যেন আজেবাজে কিছু না করিস।

মতিন ঃ হোয়াট আজে বাজে? Why should I?

জরিনা ঃ না করলে তো ভালাই। কইয়া রাখলাম।

মতিন ঃ মাম Dad always think I am a street boy this is not fare. Dad does not like me at all.

হেকমত ঃ Mr. Martin I never give birth any martin- My boy is motin আর হেই জন্য different কথা। কিন্তু বাবা মতিন আমি তোমারে কিছুই কমু না। কালকে মেহমান আইলে তুমি তাগো সামনে

এই ধরনের ইংরেজী কইবা না। বাংলাদেশের বিশিষ্ট নেতা। উনার সামনে আমার মাথা ছোট করতে চাই না। নইলে আমার রাজনীতির কেরিয়ার সব গোল্লায় যাইবো। ২১ শে ফ্রেব্রুয়ারীতে যত বক্তৃতা দিছি সব মিছা হইয়া যাইবো। এখন আমার ইজ্জত সব তোমার হাতে।

জরিনা ঃ তোর বাপে যা কইছে বুঝছস নাকি ইংরেজীতে লাগবো।

মতিন ঃ ওকে মাম তুমি বলছো I will keep my mouth shut. You don't have to worry about it.

মা ঃ কি কইলি?

হেকমত ঃ বাপের মত কইছে? মুখ বন্ধ রাখবো। Like this.

Thank you my son তোমার বোনেরেও এই কথাটা একটু বুঝাইয়া দিও।

মতিন ঃ Can I have 50 pounds now.

হেকমত ঃ ফি-ফ-টি পাউন্ড। এইভাবে কোন দিন তোমার চাওয়ার সাহস হয়নিতো বাবা। আজ হইলো কেমনে?

মতিন ঃ I know that

জরিনা ঃ কি কয় দিয়া দেওনা।

হেকমত ঃ তুমি কইতাছো তাই দিতেছি। ধরো নিয়া যাও। তয় কথা গুলান ভুইলোনা যেন।

মতিন ঃ Thank you dad, I love you so much if you always give me money I can promise money will speak Bangla with guarantee.*(প্রস্থান)*

জরিনা ঃ কি কইয়া গেলো?

হেকমত ঃ আমারে ব্লাকমেইল কইরা গেলো। খান্দানী ফ্যামেলীর রক্ত এমন তো হওয়ার কথা না। আমরা ছয় ভাই ২ বোন। বড় ভাই প্রাক্তন ছাত্র নেতা। ১১ দফা থেকে আরম্ভ করে সব গুলান আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলো। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে বর্তমানে জেলে। আমরা সবাই রাজনীতির সাথে জড়িত অথচ আমার ঘরে এমুন সন্তান হইলো কেমনে? বউ এইডা কি সন্তান...?

(লাইট অফ)

২য় দৃশ্য

হেকমত সাহেবের ঘর

টেপরেকোর্ডারে গান বাজছে। বাজনার তালে তালে ড্রইং রুম গোছাচ্ছে সায়মা। মাঝে মাঝে নাচছে এবং গানও গাচ্ছে। সুমন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সায়মাকে দেখে তারপর হাসতে শুরু করে।

সুমন ঃ হাঃ হাঃ হাঃ

সায়মা ঃ সুমন ভাই– কি হলো? এত হাসি কিসের।

(সুমন তাও হাসতে থাকে।)

সায়মা ঃ প্লিজ হাসি থামাও না।

সুমন ঃ ওকে, আর হাসবো না। এবার বল নেতার খবর কি?

সায়মা ঃ নেতা তো কাল আমাদের ঘরে আসছে।

সুমন ঃ দাওয়াত নাকি? মামার সাথে মনোমালিন্যের পর অনেক দিন খাওয়া হয় নাই তোমাদের ঘরে। শুনলাম মামা কাউন্সিলর নমিনেশন নিচ্ছেন? কি যে করেন–

সায়মা ঃ আমার মতে আব্বা আমাদের জন্য ভালোই করছেন। এখন ব্যবসা দেখাশুনা খুব কম করতে হয় বলে অবসর সময় শুধু বকবক করতে থাকেন আর সবার সাথে খামোখাই ঝামেলা বাঁধান। ইদানিং এসব থেকে মুক্ত।

সুমন ঃ একটা কথা বলি সায়মা মনে কিছু করো না। মামাকে নিয়ে যখন লোকে হাসাহাসি করে তখন আমার খুবই খারাপ লাগে। সবাই মামাকে তাদের দলের বা অরগেনাইজেশনের চেয়ারম্যান অথবা উপদেষ্টা এরকম কিছু বানিয়ে তাদের স্বার্থ আদায় করে। তুমি কি জানো একমাত্র মামাই শ'খানেকের উপর অরগানাইজেশনের চেয়ারম্যান আছেন।

সায়মা ঃ আব্বার এসব ব্যাপারে আমাদের কথা না বলাই উচিত। এর জন্য আব্বার যা পছন্দ না ভাইয়া তা সব সময় করে। আব্বাকে রাগানোর জন্য ভাইয়া সব সময় ইংরেজীতে কথা বলে। আব্বাকে রাগানো আমি পছন্দ করি না। ইংরেজীতে আমিও তো মউর কনফিডেন্ট ফিল করি। কিন্তু আব্বার সাথে আমি তো কখনও ইংরেজী বলি না।

সুমন ঃ আজকে তোমার বাংলা কথা শুনে মনে হলো হয়তো তুমি ইংরেজী জানোই না।

সায়না ঃ আমার গানের টিচার বলেছেন বাংলা গান করতে হলে ইংরেজীতে বানান করে লেখা চলবে না এবং উনার সাথে আমি কখনও ইংরেজী বলতে পারবো না। আমার মনে হয় চেষ্টা করলে আমি আগের মত হতে পারবো।

সুমন ঃ চেষ্টা করলে অনেক কিছুই সম্ভব।

সায়মা ঃ প্রথম প্রথম আমরা যখন ইংরেজী বলতাম আব্বা খুব খুশী হতেন। হি ইউজ টু টেল পিপল আমার বাচ্চারা খুব ভালো ইংরেজী জানে। এখন যখন আমাদের হেভিট হয়ে গেছে তখন বলছেন মেহমান আসলে ইংরেজী বলতে পারবে না। এতে নাকি আব্বার মাথা ছোট হয়ে যাবে। কি যে সমস্যা।

সুমন ঃ সমস্যা কিছুই না। মামা ওয়ান্টস টু বি এ বিগ লিডার এবং ভেতরে ভেতরে ভাবেনও তাই।

(মতিনের প্রবেশ)

মতিন ঃ মাই ড্যাড নেভার রিয়েলাইজ হি ডাজ হেভ বেইসিক এডুকেশন টু বি এ লিডার।

সুমন ঃ পৃথিবীতে একটাই পদবী যার জন্য কোন সার্টিফিকেট লাগে না সেটা হচ্ছে নেতা। আর সে সুযোগটাই মামা গ্রহণ করতে চান।

মতিন ঃ They have to have basic education to understand the politics. আব্বা ছাড়া অন্যদের মধ্যে অনেকেই তো এরকম।

সুমন ঃ এটা হলে তো মামার মত সব নেতাদের মাথায় বাজ পড়বে। তখন দেখা যাবে বক্তৃতার জন্য নেতা নেই সবই শ্রোতা দর্শক।

মতিন ঃ যারা এদেশে বাংলাদেশের পলিটিক্স নিয়ে রাজনীতি করে তাদের আমি এক চোখে দেখতে পারি না।

সুমন ঃ এ কথাটা ঠিক না।

মতিন ঃ আমি জানি this is not right word but আমার তো অনেক অনেক যুক্তি আছে। মানুষ এক সময় ভাবতো এ দেশে আসছি কিছু অর্থ কামানোর জন্য। টাকা পয়সা হয়ে গেলে দেশে গিয়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করবো। কিন্তু সেই যুগতো আর এখন নাই। সবাই এখানে

তাদের ছেলেমেয়ে মানুষ করার চিন্তা ভাবনা করছে।

সুমন ঃ শোন পলিটিশিয়ানদের কাছে তোমার কোন যুক্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। যদি না তুমি তাদের দলের হও। মামাকে এগুলো বললে মামা ভাববেন সবাই তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। আমার মনে হয় মামার সাথে সবাই একাত্মতা ঘোষণা করি। এবং মামার দলে যোগ দিয়ে মামাকে সাহায্য করার কৌশলে উদ্দেশ্যকে সফল করি।

সায়মা ঃ বাহ বাহ সবাইতো দেখছি ভালো পলিটিশিয়ান। লেকচারে আমরা তো আর কেউ কম নয়। আব্বা আসলে দুজন কে যদি ঝাড়ু পেটা না দেয় তাহলে আমাকে বলো।

সুমন ঃ মামা আমাকে গালি দিতে পারবে না সে পথ আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

মতিন ঃ তাই নাকি? তা কিভাবে?

সায়মা ঃ আব্বা তোমার উপর খুশি সে কথা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবো না।

সুমন ঃ আজ মামা আসলে সে কথা প্রমান করে যাব। সস্তা হলে কি হবে, মাত্র দুটি টেবলেট খাইয়ে দিয়েছি এবং সাথে সাথে এ্যাকশন।

সায়মা ঃ তামাশা নয়। এইগুলো এই দেশে ব্রন এন্ড বট আপ ছেলেমেয়েদের মাথায় ঢুকবে না।

(বাবার প্রবেশ)

হেকমত ঃ কি ঢুকবো না? কি কথা হইতেছে? তিনজন মিলে এত ফুসুর ফুসুর কিসের?

সুমন ঃ আমরা আপনার প্রেস রিলিজ আর সংবর্ধনা নিয়ে আলাপ করছিলাম।

হেকমত ঃ এটাইতো চাই। খান্দানী ফ্যামেলীর রক্ত এমনই তো হওয়ার কথা। আমরা ছয় ভাই ২ বোন। বড় ভাই প্রাক্তন ছাত্রনেতা। ১১ দফা থেকে আরম্ভ কইরা সবগুলো আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলো। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন কইরা বর্তমানে জেলে। আমরা সবাই রাজনীতির সাথে জড়িত অথচ আমার ঘরে এমন সন্তান হইবো না তাতো হইতে পারে না? তুমি ভেতরে যাও। আমাগোর জন্য চা বানাও। আমরা আইতাছি।

সায়মা ঃ ইয়েস ড্যাড?

হেকমত ঃ আরে আবার কয় ইয়েস ড্যাড। কইছি না জী আব্বা কইতে। যাও তাড়াতাড়ি করো। সংবর্ধনার জন্য হল দেখতে যাইতে হইবো।

সুমন ঃ সংবর্ধনা প্রস্তুতি কেমন চলছে মামা।

হেকমত ঃ ভালা না চইলা যাইবো কই? তোমার মামা এমন কোন কাজে হাত দিছে যা ভালো হয় নাই? তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাকে এইবার কাজে লাগাইতাছি। এইবার দেখবা হেকমত মামার কেরামতি। ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবো এমুন ব্যবস্থা করতাছি।

সুমন ঃ এইটা ঠিক বলেছেন মামা। ইতিহাস হয় না এমন কাজ করে সময় নষ্ট করা ঠিক না। এই সংবর্ধনায় নেতার চেয়ে আপনারই সুনাম বেশি হবে বলে আমার মনে হয়।

হেকমত ঃ হুনো তোমাকে আমার লাইগা একটা কাম করতে হইবো। তুমি করবা?

সুমন ঃ কি যে বলেন মামা। আপনার জন্য করবো নাতো কার জন্য করবো?

হেকমত ঃ ভাগনা। কথাখান খুবই গোপন রাখবা। কেউ যাতে টের না পায় সেই ভাবে করবা।

সুমন ঃ মামা আগে বলেন কথাটা কি?

হেকমত ঃ তোমার মোবাইল আছে না?

সুমন ঃ জ্বী।

হেকমত ঃ আগামীকাল যখন আমাগো ঘরে মেহমান আইবো ঠিক তখন থাইকা ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর পর আমারে রিং করবা। আমি ফোনের এই সাইড থাইকা যাই কইনা ক্যান তুমি কোন উত্তর দিবা না। শুধু জী জী বলতে থাকবা।

সুমন ঃ এর মানেটা কি? আমাকে কি একটু বুঝিয়ে বলবেন?

হেকমত ঃ বুঝানোর তো কোন দরকার নাই। তুমি আমার জন্য এই কামটা করলেই হইলো।

সুমন ঃ কয়বার করতে হবে।

হেকমত ঃ পাঁচ ছয় বার করলেই হইবো।

সুমন ঃ আমার মোবাইল তো ফ্রি না মামা। এতবার করলে তো অনেক বিল চলে আসবে।

হেকমত ঃ চার পাঁচ পাউন্ড করে একবার হলে – পঁচিশ। তোমাকে ত্রিশ পাউন্ড দিলাম। ধর এই নগদ। ফোন কিন্তু অবশ্যই করবা।

সুমন ঃ থাক মামা দিতে হবে না।

হেকমত ঃ এখানে লজ্জার কিছু নাই। আমি তো তোমার মামা। মামার কাছ থাইকা টাকা নিতে লজ্জা পাওনের কি আছে? তারপর তুমি বেকার না হইলে অবশ্যই দিতাম না। ধর নাও। চল ভেতরে যাই। চা হয়তো রেডি হইয়া গেছে। তোমারে আমার খুবই ভালা লাগে। তাছাড়া তোমার লেখালেখিতে তো অনেক প্রতিভা আছে। এগুলানরে কাজে লাগাও। এইবার আমাদের উপর কিছু লিখবা। পত্রিকায় ছাপাইলে আমাগোর সাথে সাথে তোমারও অনেক সুনাম হইবো। কি কও?

সুমন ঃ জ্বী।

(কথা বলতে বলতে দু'জন চলে যায়)

৩য় দৃশ্য

সকাল। হেকমত সাহেবের ঘর

দরজায় কলিং বেলের শব্দ। খুবই এলোমেলো ড্রেসে ঘুম ঘুম ভাব নিয়ে মতিন দরজা খুলতে যায়। গাজী ও হাবু মিয়ার প্রবেশ

মতিন ঃ হ্যালো। হু আর ইউ? হোয়াট ডু ওয়ান্ট?

হাবু ঃ গাজী ভাই মনে হয় রং বাসায় আইসা পড়ছি। দরজার নাম্বার আবার দেইখা আসি। ঠিকইতো আছে গাজী ভাই। হেকমত ভাই বাড়ীতে নাই।

মতিন ঃ হ্যাব এ সিট। বক্তৃতা প্রাকটিস করছেন। *(বলে চলে যায়)*

গাজী ঃ ভালো, খুবই ভালো। Practice make people perfect. কি বলেন হাবু সাহেব?

হাবু ঃ আপনের জ্ঞানের কথা হুনলে আমার চক্ষুর মইধ্যে পানি চইলা আসে। আপনে আমার সব মনের কথাগুলান কইয়া ফালান গাজী ভাই। পরথমে ভয় পাইয়া গেছিলাম। রং বাসায় আইয়া পড়লাম কি না তাই। বর্নবাদের ভয়। ফাইটিং করার মত এই শরীরে আর শক্তি কই?

গাজী ঃ ফাইটিং শরীর দিয়া করতে হয় না হাবু ভাই? সব কিছুই পলিটিক্স। পলিটিক্যালি দমন না করতে না পারলে ফাইটিং করে কোন লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না।

হাবু ঃ বড় জ্ঞানের কথা কন গাজী ভাই। সব যেন আমার মনের কথা। হুনতে বড় ভালা লাগে।

(হেকমত সাহেবের প্রবেশ)

হেকমত ঃ আসসালামু আলাইকুম। বাসা পাইতে কোন অসুবিধা হয়নাই তো? আমরা গরীব মানুষ কই যে বসাই।

গাজী ঃ তেমন কোন অসুবিধা হয়নি? এবার বলেন আছেন কেমন?

হেকমত ঃ এই অধমের ঘরে আপনে আইছেন। ভালা না থাইকা কি পারি?

হাবু ঃ আপনেরে দেইখা তেমনই মনে হইতাছে হেকমত ভাই।

হেকমত ঃ পত্রিকায় আপনার একখান বিরাট ছবি দেখলাম। মন্ত্রী-মিনিস্টারদের থাইকাও বড়, ভালা কাভারেজ দিছে আপনের। কনটাক নাম্বারও দিছে।

হাবু ঃ দিব না গাজী ভাইতো আর যেই সেই নেতা না। ইন্টারভিউ এর জইন্যে জনমত, সুরমা, নতুন দিন, সিলেটের ডাক সব পত্রিকাই আইছিলো। ইন্টারভিউ নিয়া গেছে। আপনের তো আবার ভালা সম্পর্ক আছে পত্রিকার লগে ফ্রন্ট পেইজে দেয়ার জইন্যে একটু ফোন কইরা কইয়া দিবেন।

হেকমত ঃ এইডার জইন্যে ভাববেন না। মনে করেন হইয়া গেছে। আমি কইলে ওরা আবার না কইতে পারবো?

গাজী ঃ তবে পত্রিকায় নামটা ভুল ছাপা হয়েছে। শহীদ গাজীর জায়গায় শহীদ মিয়া লিখেছে।

হাবু ঃ কি বেসম্ভব কান্ড। তয় খুব বেশী অসুবিধা নাই সংগে ছবি আছে পাবলিক বুজতে পারবো।

গাজী ঃ ছবি থাকাতেই তো সব ঝামেলা। এখন সবাই শহীদ মিয়া হিসাবেই চিনবে।

হেকমত ঃ হাবু ভাই একখান ফোন কইরা আমার কথা কইয়া দিবেন। কইবেন আমি কইয়া দিছি। ভালো কইরা না দিলে পত্রিকা সব দোকান থাইকা উঠাইয়া নিয়া আইমু। নইলে বন্ধ হইয়া যাইবে।

হাবু ঃ কথাগুলান আপনে কইলে মনে হয় ভালা হইবো।

হেকমত ঃ কোন অসুবিধা নাই ফোন কইরা কইয়া দিমুনে। এই সপ্তাহেই সংশোধনী দিয়া দিবো। এইবার কন লন্ডনে থাকতাছেন কয় দিন। লাগতাছে কেমুন?

গাজী ঃ কানাডায় ২১ তারিখে একটা মিটিং আছে। ২৩ তারিখ আবার জার্মানীতে। নিউর্ক থেকে আবার রোজ ফোন আসছে– ভাবছি কি করবো। পলিটিক্স এ অপজিশন ছাড়া কাউকে নিরাশ করতে পারি না। মাঝে মধ্যে অবশ্য তাদেরকেও বন্ধু ভাবতে হয়।

হেকমত ঃ তবে যাই করেন গাজী ভাই আমাগো সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পর আপনের যেখানে খুশী যাবেন।

হাবু ঃ আপনে ঠিকই কইছেন হেকমত ভাই। ইউনিয়ন পরিষদ থাইকা যদু মদু সবাই যদি সংবর্ধনা পাইতে পারে আর গাজী ভাইয়ের মত নেতা সংবর্ধনা না লইয়া এই দেশ থাইকা চইলা গেলে আমাদের আর ইজ্জত থাকলো কোথায়–?

গাজী ঃ দেখেন আসলে এইসব আমার একেবারেই পছন্দ না। তবে আপনাদের আমি কখনও নিরাশ করবো না। আপনাদের কাছে এমনিতেই অনেক ঋণী।

হেকমত ঃ হেই জন্যই তো আপনের এত সুনাম। গাজী ভাই আপনেরে দুইখান গোপন কথা কইতাম যদি কিছু মনে না করেন।

গাজী ঃ কি কথা? বলেন? আপনি হলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আপনার কথায় আমার মনে করার কি আছে। বলুন–

হেকমত ঃ কথাগুলান একটু গোপন–

গাজী ঃ এখানে তো আর বাইরের কেউ নেই বলেন, বলেন–

হেকমত ঃ আমারে আবার ভুল বুইঝেন না। কথাগুলান আমারে দুই তিন জনে কইছে। তয় আমি বিশ্বাস করি নাই।

হাবু ঃ কথাগুলান যখন আপনের না তখন আর অসুবিধা কি? আপনে খুবই সরল সোজা বইলা মানুষ আপনেরে শুধুই ঠকায়।

(চা হাতে মা ও মেয়ের প্রবেশ)

হেকমত ঃ গাজী ভাই এই হইলো আমার পরিবার। *(জরিনা সালাম করে)* আর এই হইলো আমার একমাত্র মাইয়া যার কথা আপনেরে কইছিলাম। বড় আদরের মাইয়া আমার। গাজী ভাইরে পায়ে ধইরা সালাম কর।

গাজী ঃ না না ঠিক আছে মুখ দিয়ে বললেই হবে। দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসেন।

জরিনা ঃ আপনেরা চা খান। আমরা খাওন রেডি করি। পরে না হয় গল্প করা যাইবো।

হেকমত ঃ আজ আমার মাইয়া নিজের হাতে আপনের জইন্যে মুড়িঘন্ট রান্না করছে। সে আবার খুব ভালো মুড়িঘন্ট রান্না করতে পারে।

সায়মা ঃ আমি না আব্বা মুড়িঘন্ট আম্মা রান্না করেছেন।

হেকমত ঃ ঠিক আছে ঠিক আছে। লজ্জার দরকার নাই? ভাবতাছে খাইয়া যদি কন মজা হয় নাই তাই মায়ের কথা কইতাছে। আরে– মানুষের গুনের কথা কখনও গোপন রাখা যায় না। বড় লাজুক মাইয়া আমার।

হাবু ঃ হেকমত ভাই আমার আবার একটু উঠতে হইবো।

জরিনা ঃ না না, খাওয়া দাওয়া কইরা যাবেন।

হাবু ঃ ভাবী, ঠিকই খাইতাম। মুড়িঘন্ট আমারও খুবই প্রিয়। ছেলেরে স্কুল থেইকা আনতে হইবো। তাই আর ইচ্ছা না থাকলেও উপায় নাই।

হেকমত ঃ পুলা মাইয়া স্কুল থাইকা আনার ব্যাপারে বাংলাদেশের নেতারা মুক্ত। এ দ্যাশে এই জামেলার জন্যই ফুলটাইম পলিটিক্স-এ সময় দেয়া যায় না।

গাজী ঃ আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না। পলিটিক্সে সময় না দিতে পারার এটাই নিশ্চয় একমাত্র কারণ নয়।

হেকমত ঃ হাবু ভাই একটু ফটোসেশনটায় থাইকা যান। সায়মা– মা ক্যামেরাটা নিয়া আয়।

সায়মার সঙ্গে জরিনাও ভেতরে চলে যেতে চাইলে–

হেকমত ঃ আরে তুমি কই যাও? একটু দাঁড়াও। ফ্যামেলী মানেই তো সবাই। আরে গাজী ভাইএর সাথে একখান ফ্যামেলী এলবাম করবো। *(সায়মা ক্যামেরা নিয়ে আসে।)* এইতো দে মা ক্যামেরা দে– এইখানে দাঁড়া।

(সবাই মিলে বিভিন্ন ভাবে ছবি তোলে)

হাবু ঃ আমি এইবার গেলাম।

গাজী ঃ আসার আগে ফোন করবেন।

হাবু ঃ জ্বী।

জরিনা ঃ আমি খাওন রেডী করতে গেলাম।

(জরিনা বিবি চলে যান)

গাজী ঃ হেকমত ভাই। ফোনটা কি এই ঘরে।

হেকমত ঃ জী জী–।

গাজী ঃ প্রাইম মিনিস্টারের পিএ ফোন করছিলো। আমাকে পায় নাই। একটু জিজ্ঞেস করবো। ফ্রন্ট লাইনে থাকলেই যত ব্যস্ততা আর সমস্যা।

হেকমত ঃ ফোনটা আইনা দে তো মা। আমি একটু সিগারেট নিয়া আইতাছি। এই যাইমু আর আইমু।

গাজী ঃ ফোন থাক। আপনি আসেন তারপর না হয় করবো।

হেকমত ঃ আমার মেয়ের সাথে বইসা গল্প করেন– খাওন রেডি হইতে না হতেই আসছি।

(প্রস্থান)

(গাজী ও সায়মা অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। একে অন্যের মুখের দিকে তাকায় কেউ কোন কথা বলে না। তারপর)

গাজী ঃ তোমার নাম কি যেন বলেছিলে?

সায়মা ঃ জ্বী। আমি তো কখনও আমার নাম বলিনি?

গাজী ঃ ও অসুবিধা নাই। কি যেন নাম তোমার?

সায়মা ঃ সায়মা।

গাজী ঃ বেশ সুন্দর নাম। এত সুন্দর নাম রাখার জন্য তোমার বাবাকে থ্যাঙ্কস দেয়া দরকার।

সায়মা ঃ নাম আমার নানা রেখেছেন।

গাজী ঃ তা হলে তো তোমার নানাকেই দেয়া দরকার।

সায়মা ঃ নানা বেশ আগেই মারা গেছেন।

গাজী ঃ তুমি বড় ভালো মেয়ে। খুব সুন্দর করে কথা বলো।

সায়মা ঃ মুচকি হাসে।

গাজী ঃ তোমার বাবা খুব ভালো। দেখেই বুঝা যায়। খুবই উদার মনের মানুষ।

সায়মা ঃ আমার আব্বার কাছ থেকে যারা টাকা ধার নিত তারা সবাই এ কথা বলতো।

গাজী ঃ থাক এ প্রসঙ্গ। যদি তুমি কিছু মনে না কর, তোমাকে দুটো প্রশ্ন করি?

সায়মা ঃ খারাপ না হলে আমি কিছুই মনে করবো না।

(ছড়া পাঠ করতে করতে সুমনের প্রবেশ)

সুমন ঃ নেতারা আজ দিচ্ছে ভাষণ মসজিদে আর মন্দিরে, সেই ভাষণে শেখার আছে অনেক নতুন ফন্দিরে।

কিরে সায়মা, মামা কই? তোমাদের ঘরে নেতা না ফেতা কে জানি আসার কথা উনি কি আসেন নাই?

সায়মা ঃ সুমন ভাই?

সুমন ঃ শোন্ নেতাদের নিয়ে যা মজার কয়েকটি ছড়া লিখছি? ভাবছি মামার ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পাঠ করবো।

সায়মা ঃ সুমন ভাই উনারই সংবর্ধনা হবে।

সুমন ঃ কি বলছিস? আসসালামু আলাইকুম। আপনি কি দেশ থেকে আসছেন?

গাজী ঃ মালয়েশিয়া থেকে এসেছি।

সুমন ঃ কি বললেন? আপনি কি বাঙালী না?

গাজী ঃ আমার কথা শোনার পরও কি এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করে, যে আমি বাঙালী কি না? আমার মালয়েশিয়াতে একটা মিটিং ছিলো– তাই বললাম সেখান থেকে এসেছি।

সায়মা ঃ আমার ফুফাতো ভাই, নাম সুমন। খুব ভালো লেখালেখি করেন। উনার এ দেশ থেকে বইও বের হয়েছে কয়েকটা। আপনারা গল্প করেন আমি আম্মাকে একটু হেলপ করি।

(সায়মা চলে যায়)

সুমন ঃ আমি যে আসছি মামিকে বলে দিস।

আপনি কিছু মনে করবেন না। খুবই মজায় আছি তাই আপনাকে না দেখেই কথাগুলা বলে ফেললাম– ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ–

গাজী ঃ আপনার দু লাইন হলেও ছড়া শুনে বোঝা গেল আপনার প্রতিভা আছে।

সুমন ঃ আমাকে তুমি করেই বলবেন। আপনার অনুষ্ঠানের জন্য বেশ কিছু ছড়া লিখলাম। মামা বললেন রাজনৈতিক কবিতা, ছড়ারও একটি পর্ব থাকবে। মামার ফ্যামিলিতে সব ধরণের প্রতিভা আছে। আপনার অনুষ্ঠানের প্রতিটি আইটেম আমরাই করবো এবং মামার প্রতিশ্রুতি এ সংবর্ধনা একটি ইতিহাস হয়ে থাকবে। আগামীকাল রিহার্সেল।

গাজী ঃ আপনাদের ফ্যামিলিটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। সত্যি সত্যিই রাজনৈতিক ফ্যামিলি মনে হয়। আপনার মামা খুবই পরিশ্রমি মানুষ। উনি আমার জন্য যথেষ্ট করেছেন এবং করছেন।

সুমন ঃ এটা কোন ব্যাপারই না। মামা সবার জন্যই করেন।

গাজী ঃ তবে আমার সাথে উনার সম্পর্ক অন্য রকম। আপনি জানেন না ইলেকশনের সময় আপনার মামা আমার একাউন্টে দুই লক্ষ টাকা পাঠিয়েছেন।

সুমন ঃ দুই লক্ষ টাকা মামার জন্য কিছুই না। আচ্ছা যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলি?

গাজী ঃ অবশ্যই।

সুমন ঃ আপনারা দেশ থেকে আসলেই সবাই আপনাদের নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেন? তাছাড়া দেশের পলিটিক্স করে আমাদেরই বা কি লাভ?

গাজী ঃ আমাদের এভাবে মাথায় তুলে রাখলে আমরাই বা কি করি। এ দেশের মানুষ খুবই আবেগ প্রবণ– সবাই সব কিছু করতে চায়। যার যা যোগ্যতা নাই তাই করতে চায়। আপনি আবার এগুলো কারো সাথে বলবেন না। আপনি খোলাখুলি বলছেন দেখে আমিও বলে ফেললাম।

সুমন ঃ আপনি নাকি মামাকে আগামী ইলেকশনে আপনাদের দল থেকে নমিনেশন দেয়ার চেষ্টা করবেন। মামা এ কথা বললেন। গ্রামের বাড়ীতে অনেক টাকা পয়সা খরচ করতে শুরু করেছেন। উনি কি নমিনেশন পাবেন?

গাজী ঃ আমার যতটুকু চেষ্টা করার তা আমি করবো? বর্তমানে প্রবাসীদের নমিনেশন পাওয়াটা খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই সেন্ট্রাল কমিটি এ ব্যাপারে খুবই চিন্তা করেন।

সুমন ঃ তাহলে এগুলো জেনেশুনে এভাবে আশ্বাস দিচ্ছেন কেন?

গাজী ঃ দেখেন আসলে মানুষ এগুলার জন্য আগে থেকেই অনেক চেষ্টা তদবির করতে শুরু করে। বিরাট অংকের টাকা খরচ করে তার পিছনে। সুপারিশের পর সুপারিশ ধরে। তাই এত কিছুর পর কিছু করার না থাকলেও প্রসেস চালিয়ে যেতে হয়।

সুমন ঃ আপনাদের পলিটিক্স আসলে খুবই মজার ব্যাপার। শুনলাম পার্টির জন্য নাকি ডোনেশন তোলা হচ্ছে?

গাজী ঃ দেখেন এইগুলি আমাদের না আলাপ করাই ভালো।

সুমন ঃ ঠিক আছে কোন অসুবিধা নাই। এ দেশের হাতেম তাই মার্কা মহান কমিউনিটি নেতাদের টাকা পয়সা কোন ব্যাপারই না। আমি কিন্তু আপনাকে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বলছি না।

গাজী ঃ কি যে বলেন। ব্যক্তিগত ভাবে নিলে আমি তো এতক্ষণ আলাপ করতাম না।

সুমন ঃ আমি কিন্তু অনেক নেতাদের দেখেছি খালি হাতে এসে যাওয়ার পথে দু'পকেট ভরে ডোনেশন আর কার্গো করে মাল পাঠান। কিন্তু দুঃখের

বিষয় সেই ডোনেইটওয়ালারা দেশে দেখা করতে চাইলে অনেকের নাকি সময়ই মিলে না। এটা কি সত্যি?

গাজী ঃ দেখেন আসলে মেইনস্ট্রিমে পলিটিক্স করলে সময় পাওয়া খুবই কঠিন। তবুও আমার বেলা এটা হয়না। আমি অবশ্য চেষ্টা করি। সবাই দেখা করলেই কিছু না কিছু আবদার নিয়ে যায় বলেই অনেকে দেখা করতে চায় না।

সুমন ঃ আবদার তো এমনি করে না। তার পিছনে কিন্তু থাকে। আমার মনে হয় সেই কিন্তুর জন্যই এরা খোঁজ খবর নিতে যায়।

গাজী ঃ আমার মনে হয় এ প্রসঙ্গগুলি থাক। অন্য প্রসঙ্গ না হয় আলাপ করি।

(হেকমত সাহেবের প্রবেশ)

হেকমত ঃ কি আলাপ হইতাছে? সুমন কখন আইছো বাবা?

সুমন ঃ আসসালামু আলাইকুম মামা। আপনার কথাই আলাপ করছিলাম।

হেকমত ঃ কি আলাপ হইতাছে একটু হুনিতো দ্যাহি?

গাজী ঃ না থাক। অন্য সময় না হয় আলাপ করা যাবে।

সুমন ঃ আপনার নমিনেশনের ব্যাপারে আলাপ করছিলাম।

হেকমত ঃ নমিনেশন তো হইয়াই গেছে। কি কন গাজী ভাই। তুমি জানো না সেন্ট্রাল কমিটিতে উনার কি হাত।

গাজী ঃ *(কোন জবাব না দিয়ে শুধু মাথা নাড়ে)*

(সায়মা এসে বলে)

সায়মা ঃ আব্বা আপনাদের খাবার রেডি চলে আসেন।

হেকমত ঃ চলো যাই কালকে রিহার্সেলে সবাইরে চাই। সময় মত আইতে কইবা। চলো।

(সবাই চলে যায়)

৪র্থ দৃশ্য

সকাল। হেকমত সাহেবের ঘর

মতিন সিটিং রুমে ঘুমাচ্ছে। ঘরের ভেতর থেকে বাবার বক্তৃতার প্র্যাকটিসের শব্দ ভেসে আসে

হেকমত ঃ *(বক্তৃতা)*

প্রিয় দর্শক স্রোতা আজ দীর্ঘদিন প্রতিক্ষার পর আলতাব আলি পার্কে শহীদ মিনার করতে পেরেছি। প্রবাসের মাটিতে এ শহীদ মিনার আরেকটি ইতিহাসের জন্ম দিলো। অথচ দুঃখের বিষয় বাংলাদেশের একটি পত্রিকায়ও তার হেডলাইন হলো না। এর কারণ কি? আমার মতে তার কারন হচ্ছে ইতিহাসকে দেশের মানুষ সম্মান করতে জানে না। তবুও শহীদ মিনার হবে। বাংলাদেশে না হোক বৃটেনে আমাদের ইতিহাসে তা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমরা আমাদের কর্ম কান্ডকে ইতিহাসে পরিণত করবো। আমি একজন কমিউটিটি নেতা হিসাবে বলছি, আমার ব্যক্তিগত জীবনে যা ঘটেছে তা থেকেই আমাদের নতুন প্রজন্মের অনেক কিছু শেখার আছে। এদেশে বাংগালীর পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের জন্য পান্ডুলিপি করে রাখা দরকার। কারন দ্বিতীয় বার এইভাবে আরেকটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হবে তা কে বলতে পারে।

(বক্তৃতা শুনে ঘুম ভাংগলে উঠে এদিক ওদিক দেখতে থাকে মতিন)

মতিন ঃ মাম- মাম হোয়াট ইজ দিস?

জরিনা ঃ কিরে কি হইছে?

মতিন ঃ কি হচ্ছে এ সব?

জরিনা ঃ তোর বাবা বক্তৃতা প্র্যাকটিস করতেছেন।

মতিন ঃ এত সাত সকালে কেউ এ রকম আওয়াজ করে! আমি কিছু বললে তো বলবে দেখতে পারি না তাই এভাবে বলছি। মা তুমি বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলো রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই। দু এক ঘন্টা পরে প্র্যাকটিস করতে।

জরিনা ঃ সকাল আটটা বাজে। অহন সাত সকাল আর নাই। তোর বাবায় কইছেন

এই সংবর্ধনাটা হইয়া গেলে উনি এসব বাদ দিয়া দিবেন।

মতিন ঃ এই কথার অর্থ তুমি বুঝবে না মা। তুমি যাও *(মতিন আবার চোখ বন্ধ করে)*

জরিনা ঃ কি জানি কিছুই বুঝি না

(জরিনা বিবি চলে যান। কিছুক্ষণ পর হারমোনিয়াম নিয়ে সায়মার প্রবেশ। সে হারমোনিয়ামে সারেগামা প্র্যাকটিস করতে থাকে। মতিনের আবার ঘুম ভাঙলে সে খুবই রাগ দেখায়। বালিশ মাথায় চেপে ধরে এপাশ ওপাশ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর রাগ করে দু'কানের মধ্যে আঙ্গুল চেপে ধরে চলে যায়। সায়মা হারমোনিয়াম প্র্যাকটিস করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর চা হাতে বাবার প্রবেশ।

হেকমত ঃ গুড ভেরি গুড। প্র্যাকটিস করতে থাকো আমিও অনেক্ষণ কইরা আইলাম। ডান্সের প্র্যাকটিসও কি ঠিক হইতাছে? খোঁজ খবর নিছিলা? একশ পাউন্ড দেয়া হইবো বইলা দিও।

সায়মা ঃ জী আব্বা। সে কিছুক্ষণ পর রিহার্সেল করতে আমাদের ঘরে আসবে। ভাবছি ফাইনাল রিহার্সেলটা সবার সামনেই হবে।

হেকমত ঃ গুড ভেরি গুড। তোমাকেও একশ পাউন্ড দেয়া হবে। আর কবিতার জন্য ৫০ পাউন্ড।

সায়মা ঃ কবিতার জন্য কম কেন?

হেকমত ঃ কবিতা তো সবাই বুঝবো না তাই। এর জন্য কমাইয়া রাখলাম।

সায়মা ঃ এটা কিন্তু টিক না আব্বা। আজকাল বেশীর ভাগ কবিতাই রাজনীতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

হেকমত ঃ তাই তো, এরশাদওতো জেলে থাইকা অনেক কবিতা লিখছে। ঠিক আছে একশ কইরা দিলাম।

(চা হাতে জরিনা বিবির প্রবেশ)

হেকমত ঃ হোন বউ। এই বার হক্কলরে বুঝাইয়া দিবার চাই হেকমতের অনেক কিছুই করবার ক্ষমতা আছে। কমিউনিটিতে খাঁচা ভর্তি নেতা। বিরাট বড় বড় কথা কয়। কিন্তু কয় জনের ক্ষমতা আছে বৃটিশ এম পি থাইকা আরম্ভ কইরা হাইকমিশনার, মেয়র, দশ জন কাউন্সিলার সহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। এই সংবর্ধনা হইয়া গেলে দেখবা হিংসায়

তাগো মুখ কয়লার মতো হইয়া যাইবো। আর এইদিকে আমি খুশিতে আগডুম বাগডুম করমু।

সায়মা ঃ দশ জন কাউন্সিলার তো আসবে না বাবা?

হেকমত ঃ কেন আইবো না? আমি কইলে একশ বার আইবো। আরে এরাতো আমাদেরই জাতি ভাই।

সায়মা ঃ সমস্যাতো অন্যটা বাবা। বাঙ্গালী কাউন্সিলারদেরতো কোন ইউনিটি নাই। তাদের কখনো তুমি এক সাথে পাবে না। বেশী হলে তিন জন পেতে পারো। না হলে কি এত বাংগালী কাউন্সিলার থাকতে আমরা এম পি বানাতে পারতাম না। অবশ্যই পারতাম। যদি এরা নিজেদের ব্যক্তিগত রেশারেশী আর স্বার্থের কথা না ভেবে বাঙালী সমাজের কথা একটু ভাবতো।

হেকমত ঃ আমাগোর জইন্যে এইটা কিন্তু খুবই দুঃখের কথা। আমার কাছেও দুই জনে কইছে অমুক সম্বর্ধনায় থাকলে আমি যামু না। আসলে এরা নিজেদের মইধ্যে রেশারেশি কইরা বাইরের মানুষের কাছে আমাদের দুর্নাম করতেছে। এই খান তুই লাখ কথার এক কইলিরে মা। দরকার হইলে এদের বাদ দিয়া আরেকটা নতুন আইটেম যোগ কইরা নিমু। আসলে এই কাউন্সিলারদের গায়ে পলিটিশিয়ানদের রক্ত নাই।

সায়মা ঃ তুমি যা ভালো মনে করো তাই করো। বাবা, সুমন ভাইয়া বললো, তুমি নাকি দেশে যাচ্ছো। এটা কি সত্যি?

হেকমত ঃ ঠিকই কইছেরে মা। বাকিটা জীবন আমি দেশেই কাটাইবার চাই।

সায়মা ঃ তা হলে তোমার বিজনেসের কি হবে বাবা?

হেকমত ঃ আরে বাংলাদেশের মন্ত্রি মিনিষ্টার হইতে পারলে বিজনেস তখন পকেটে পকেটে ঘুরবো।

জরিনা ঃ হুনেন। এই গুলান কইরা নিজের তো মাথা খারাপ করছেন। অহন দয়া কইরা এই পোলা মাইয়াদের খারাপ করবেন না। ভয় লাগতেছে কিছু দিন পর যদি লোকে কয় পাগলের ফ্যামেলি--- তখন মাইয়া বিয়া দিমু কি কইরা? তয় পোলার জন্য আমার চিন্তা নাই। কারন পোলা তো পোলাই।

হেকমত ঃ ৪৫ বৎসর ঘর কইরাও আমাগো রক্তের হইলা না তুমি। তোমার বংশে রাজনীতির রক্ত থাকলে তুমি এই কথা গুলান কইথা না। লন্ডনে

অইসা সুবিধা করতে পারিনাই বইলা রক্ততো ঠান্ডা হয় নাই। আমরা ৬ ভাই ২ বোন। বড় ভাই প্রাক্তন ছাত্র নেতা। ১১ দফা থেকে আরম্ভ করে সব গুলি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলো। এর ছোট ভাই যুব লীগ নেতা। তার ছোট ভাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর ভারতে গিয়া জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলো। এর পর আমি---- পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার হইয়াও চেষ্টায় আছি। তার পরও তুমি আমাকে বাঁধা দিবার চাও?

জরিনা ঃ মহা বিপদে আছি। তাইলে তো সত্যি সত্যিই আমি পাগলের ফ্যামেলিতে আছি।

হেকমত ঃ *(রাগ করে)* ফ্যামেলির সুত্র ধইরা যারা রাজনীতিতে আইছে তাইলে তারাওকি পাগলের ফ্যামেলি?

জরিনা ঃ হু---- *(চলে যায়)*

হেকমত ঃ আমারে কয় পাগলের ফ্যামেলী। কত বড় সাহস। আমার মুখের উপর কথা। আরে হেইজন্যইতো আরেক খান বিয়া করবার চাইছিলাম। তুমি মস্ত বড় গাধী। তোমার মাথায় পলিটিকস ঢুকে না। আই কান্ট বিলিভ ইট।

সায়মা ঃ এটা তুমি ঠিক করোনি বাবা।

হেকমত ঃ কোনডা ভালা আর কোনডা খারাপ তা আমি বুঝি। না বুইঝা কি এমনিই পলিটিশিয়ান হইছি।

সায়মা ঃ পলিটিশিয়ানদের কখনও রাগ করা উচিৎ নয় বাবা। তাছাড়া তুমি খামোখাই মাকে বকা দিলে।

হেকমত ঃ আরে আমি হাছা হাছা বকা দিছি নাকি। হঠাৎ রাইগা গেলাম। ঠিক আছে যা তোর মাকে ডাইকা নিয়া আয়।

সায়মা ঃ মা, মা।

হেকমত ঃ আরে এ ভাবে আইবো না। জোর কইরা ধইরা নিয়া আয়।

(সায়মা মাকে আনতে গেলে হেকমত সাহেব পায়চারী করতে থাকে)

সে আসলে কি করবো। বউয়ের কাছে তো মাফ চাওয়া যায় না। আর না চাইলেইবা হয় কি কইরা। মাইয়ার বিয়ার আলাপ। না করলেও হয়না। সময় তো খারাপ। যাই হবার হবে। পলিটিশিয়ানদের মাপ

চাওয়া, এটা কোন ব্যাপারই না।

(সায়মা ও জরিনা বিবির প্রবেশ)

সায়মা ঃ কার সাথে কথা বললে বাবা?

হেকমত ঃ কারো সাথে না। তুমি এবার যাও।

(সায়মা চলে যায়)

হেকমত ঃ হুন হটাৎ একটু রাইগা গেছিলাম। আমারে ভুল বুঝবা না। জরুরি একটা আলাপ। রাইগা থাকলে আবার কওন যাইব না।

জরিনা ঃ কি কইবার কন?

হেকমত ঃ আগে তুমি কও আমার উপর খুশি। তার পরে কমু।

জরিনা ঃ এত ঢংগের দরকার নাই। কি কইবার কন। নইলে আমি যাই।

হেকমত ঃ কই যাও। হোন হোন। একটু খুশীর মুহূর্তে কইব তাই আগে কই নাই। বিয়া সাদির আলাপ খুশির মুহূর্তেই কওন ভালা।

(দরজায় কলিংবেলের শব্দ)

হেকমত ঃ দরজাটা খুইলা দিয়া আসি। শুভ কাজে প্রথমেই বাঁধা। *(যেতে যেতে বলবে)*

(হেকমত ও সুমনের প্রবেশ)

সুমন ঃ মামা আপনার হল, মাইক্রোফোন এই গুলি মোটামুটি টিক। এখন শুধু চাই আয়োজন। আয়োজনটা ঠিক মত হয়ে গেলে বাংলাদেশেও হেডলাইন হওয়ার সম্ভবনা আছে।

হেকমত ঃ তোমার মামীর লগে সায়মার বিয়ার কথা আলাপ করতাছিলাম।

সুমন ঃ মামা বিয়ে টিয়ে এখন বাদ দেন। আগে আপনার অনুষ্ঠান। তারপরে বিয়ে। আপনি বোঝেন না কেন? এখানে আপনার ক্যারিয়ার জড়িত।

হেকমত ঃ এমুন সুযোগ হাত ছাড়া করবার চাই না। তাই ভাবতাছিলাম। ভেতরে ভেতরে আলাপটা সাইরা নেই।

জরিনা ঃ পাত্র কি দ্যাশে না এইখানে।

হেকমত ঃ পাত্র দ্যাশ এবং এইখানে।

সুমন ঃ মামা আমার আর সময় নাই এক্ষুনি মেয়রের অফিসে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়ে যাবে। সব কিছু আগে সট আউট

না করলে শেষে প্রবলেম হতে পারে।

হেকমত ঃ হোন তাইলে আমরা কামটা শেষ কইরা আইতাছি। আওনের পর সবাই মিল্লা আলাপ করা যাইবো।

ভাগনা তুমি একটু দাঁড়াও আমি ভিতর থাইকা মানি ব্যাগটা নিয়া আসি।

(হেকমত সাহেব ভেতরে চলে যায়)

সুমন ঃ মামী, সায়মার বিয়ে কোন সমস্যা না। মনে করেন হয়েই গেছে। আপনার সাথে এইব্যাপারে পরে আলাপ করবো।

জরিনা ঃ কি কইতাছো তোমরা? আইচ্ছা তোমার মামা যে কইলো পাত্র দেশে এবং এইখানে। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুজলাম না। এক পাত্র দুই দেশে হয় কেমনে?

সুমন ঃ মামী শোনেন। মামার সব কথায় কান দেয়ার দরকার নাই। এগুলো আমি দেখবো। আস্তে আস্তে মামার সব ভেতরের খবর নিচ্ছি। আপনি কোন চিন্তা করবেন না।

মামার---

(হেকমত সাহেবের প্রবেশ)

হেকমত ঃ মামার আবার কি হইলো?

সুমন ঃ না মামা বলছিলাম আপনার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটা খুবই জাকজমক হবে।

হেকমত ঃ হইতেই হইবো। দেখতে হইবো না কে অরগানাইজার? হা হা হা চলো চলো। *(দুজনের প্রস্থান)*

জরিনা ঃ আমাগো যে কি হইতাছে কিছুই বুঝতাছি না। আল্লা সবই তোমার লীলা *(জরিনা ভেতরে চলে যায়)*

৫ম. দৃশ্য

হেকমত সাহেবের ড্রইং রুম

দরজায় কলিং বেলের শব্দ। হেকমত সাহেব খুলে দেন। হাবু মিয়ার প্রবেশ

হাবু ঃ আসসালামু আলাইকুম হেকমত ভাই। কেমুন আছেন?

হেকমত ঃ ভালাই। হঠাৎ কি মনে কইরা? গাজী ভাই কই?

হাবু ঃ মিষ্টি আনেন আপনের জন্য খুশীর খবর নিয়া আইছি? গাজী ভাই একটু পরে আইতাছেন।

হেকমত ঃ তাইলে সংবর্ধনায় বৃটিশ এমপি রাজি হইয়া গেছেন। নইলে দেশ থাইকা কোন মন্ত্রী। বুঝলেন হাবু ভাই এই অনুষ্ঠানে আমরা কাউরে বাদ দিমু না।

হাবু ঃ আরে না না, এসব কিছুই না। খবর শুনার পর খুশীতে আপনার হার্ট এটাকও হইতে পারে। আপনার কপাল খুলছে। আল্লা যারে দেয় ছাপ্পড় মাইরাই দেয়। সারা জিন্দেগী কমিউনিটি ওয়ার্ক আর দেশের পলিটিক্স কইরা যা কামাইতে পারেন নাই তা আপনের হইয়া গেছে মনে করেন।

হেকমত ঃ কি কইতাছেন হাবু ভাই?

হাবু ঃ যা কইতাছি তার একবিন্দুও মিছা না।

হেকমত ঃ কি কইবেন কইয়া ফালান?

হাবু ঃ ঠিক আছে। নার্ভ শক্ত রাইখেন কিন্তু।

হেকমত ঃ কি যে কন আরে নার্ভ শক্ত না থাকলে কি ফিল্ডে নামছি?

হাবু ঃ হুনেন, আমাগো বিশিষ্ট নেতা আপনাগো জামাই হওয়ার প্রস্তাব দিছেন। আমারে কইলেন আপনারা রাজী হইলেই–

হেকমত ঃ কি কন হাবু ভাই? আমারতো বিশ্বাস হইতাছে না। আপনে এ সব কি কন?

হাবু ঃ বিশ্বাস হইবো কি কইরা? প্রথমতো আমার নিজেরই বিশ্বাস হয় নাই।

হেকমত ঃ এত বড় নেতা আর কই আমার মাইয়া। এইডা কি কইরা সম্ভব হাবু ভাই?

হাবু ঃ কি যে কন হেকমত ভাই আপনার মাইয়া রূপে গুনে কম কিসের?

হেকমত ঃ খুশীতে আমার দুই চোখ দিয়া পানি আইতাছে হাবু ভাই।

হাবু ঃ কইছিলাম না? যাক আপনার মাইয়ার কপালটা বড় ভালা। সুখে থাকবো। তাছাড়া আপনেরও বড় কপাল। নইলে এমুন মহান নেতার শ্বশুর হওয়া কয় জনের ভাগ্যে আছে?

হেকমত ঃ তাই যদি হাছা হয় তাইলে আমার মাইয়ার বিয়ার জন্য এক কোটি টাকা খরচ করুম। এবং একটা ঐতিহাসিক বিয়ার অনুষ্ঠান করুম।

হাবু ভাই এই খুশির কথা খান আমার ফ্যামেলির সবাইরে একত্র কইরা আপনের মুখ দিয়া হুনাইবার চাই। আপনি একটু বসেন আমি সবাইকে নিয়া আসতাছি।

(হেকমত সাহেব জরিনা ও মতিনকে নিয়ে আসেন)

হাবু ভাই আমাগো লাইগা একখান খবর লইয়া আইছেন। খবরটা আমি না কইয়া হাবু ভাইরে নিজের মুখে তোমাগো কইতে কইছি। কন হাবু ভাই কন--

হাবু ঃ খবরটা আপনাদের জন্য অবশ্যই খুশীর। আমার সাথে পরথম যখন কথা হইছিলো তখন আমার নিজেরই মাথা ঘুইরা গেছিলো। আমি নিজে বিশ্বাস করবার পারি নাই।

মতিন ঃ এত ভুমিকার দরকার নাই? যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন?

(দরজায় কলিং বেলের শব্দ। মতিন দরজা খুলতে যায়। গাজী সাহেবের প্রবেশ)

গাজী ঃ আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই?

হেকমত ঃ ভালা। আমরা সবাই আল্লার রহমতে ভালা। আপনের শরীরটা কেমুন? বসেন।

গাজী ঃ রাস্তায় হাঁটতে গেলেই কারো না কারো সাথে দেখা। কি করবো? ছাড়তেই চায়না। অনেক দেরী হয়ে গেলো, Sorry.

হেকতম ঃ না না ঠিক আছে।

হাবু ঃ আপনের আসার খবর চতুর দিকে ছড়াইয়া পড়ছে গাজী ভাই। আমি ঘরে গেলে তো ফোন ধরতে ধরতে হয়রান।

হেকমত ঃ জরিনাকে উদ্দেশ্য করে- এ দিকে একটু আহো। তুমি একটু ভেতরে

যাও। তাড়াতাড়ি গিয়া ভালা কিছু খাওন রেডি করো। শুন আমি না হয় এক কাজ করি নিচের শপ থাইকা রুপ চাঁদা মাছ আর বাটেরা পাখি নিয়ে আসি। কি কও।

জরিন ঃ ঠিক আছে? আপনে যা ভালো মনে করেন।

হেকমত ঃ তুমি একটু উনাদের চা নাস্তা দাও আমি এক্ষুনি আইতাছি। ইচ্ছা করলে দেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবা। সবারই রাজনৈতিক ভাবে সচেতন হওয়া উচিৎ।

আপনেরা একটু বসেন আমি যাইতাছি আর আইতাছি--।

হাবু ঃ ঠিক আছে যান। আমাগোর জইন্যে ভাইবেন না। মতিন তো আছেই।

(হেকমত সাহেব চলে যায়)

গাজী ঃ কেমন আছো?

মতিন ঃ আই এম ও কে।

গাজী ঃ আজ সায়মাকে দেখছি না যে।

মতিন ঃ নামাজ পড়ছে মনে হয়।

হাবু ঃ মাইয়াডার অনেক গুন। কইতে গেলে অল স্কোয়ার। হেকমত ভাই ফিরতে ফিরতে তোমার সাথে একটু আলাপ করি। কি কন গাজী ভাই? ইয়ংদের সাথে পলিটিক্যাল আলাপ করলে আসল মুভমেন্ট বুঝা যায়। আইচ্ছা তোমারে একখান প্রশ্ন করি? মনে কিছু নিও না। এ গুলান যাষ্ট আলাপের খাতিরেই আলাপ।

মতিন ঃ এতে মনে করার কি আছে? Go on.

হাবু ঃ তুমি কি ইউনির্ভাসিটিতে পড়।

মতিন ঃ Yes I do.

হাবু ঃ খুব ভালা। এই দ্যাশে গ্র্যাজুয়েশন কইরা দ্যাশে গিয়া ভালা চাকুরী করতে পারবা। সম্মানও প্রচুর। কি কন গাজী ভাই?

মতিন ঃ Which country you are talking about?

হাবু ঃ কেন? বাংলাদেশ?

মতিন ঃ যে দেশে বিনা কারনে দিন দুপুরে ইয়ারপোর্টে মানুষ খুন করে সেই দেশের কথা বলছেন?

হাবু ঃ কি কইতাছো তুমি?

গাজী ঃ এটার তো তদন্ত চলছে?

মতিন ঃ এখানে আবার তদন্ত কিসের? প্রাইমিনিষ্টার এক প্রেস কনফারেন্সে বিচারের জন্য লন্ডন এসে সাক্ষী খুঁজছেন। লন্ডনের মানুষ সাক্ষী ধরে দিলে তার পর তিনি তার বিচার করবেন। এ ব্যাপারে প্রাইমিনিষ্টারের কোন সেন্স না থাকলে কথা না বললেই হতো। সব কিছুই ভাওতা বাজী। কোন বিশ্বাসে আর সাহসে আমরা দেশে যাব? আমাদের জীবনের গ্যারান্টি কে দেবে? আমি একটা প্রশ্ন করি। যদি কিছু মনে না করেন–

হাবু ঃ তুমি যা জানবার চাও কইতে পারো। তোমরাইতো এ দ্যাশের ভবিষৎ তোমাগো সব কিছুই জানা দরকার। গাজী ভাই সব জবাব দিবেন।

মতিন ঃ প্রশ্ন আপনাকেই করব। আপনারা বাংলাদেশের পলিটিক্স করলে আমাদের কি লাভ?

হাবু ঃ কি কও তুমি? আরে এসব তো আমরা তোমাগো জন্যই করতাছি।

মতিন ঃ আমাদের জন্য সব করছেন? মানে?

হাবু ঃ কেন! একাত্তরে আমাগো ভুমিকার কথা শোন নাই? দ্যাশ স্বাধীনে আমাগো অবদান ছিলো সব চাইতে বেশী। এখনও আরেকটি একাত্তর আসলে ইনশাআল্লা আমাদের ভুমিকা হইবো সবচাইতে শক্তিশালী?

গাজী ঃ *(গলা কাশেন)*

মতিন ঃ আমার কথার সঠিক উত্তর কিন্তু তা না। কথা গুলা মনোযোগ দিয়ে শুনলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি?

আমার কথা হচ্ছে- আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় দেশে সেটেল হওয়া তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আপনাদের ছেলে মেয়েদের জন্য দেশে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? আমরা দেশ সম্পর্কে কতটুকুইবা জানি?

যারা পাঁচশ পাউন্ড করে চাঁদা দিয়েছেন শহীদ মিনার বানানোর জন্য তাদের ছেলে মেয়েরা কি জানে ২১ শে ফেব্রুয়ারী কি? আপনি কি কখনও দেখেছেন এদের বউ অথবা ছেলেমেয়েদের শহীদ মিনারে ফুল দিতে? আপনি কি আপনার ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে গেছেন শহীদ মিনারে?

হাবু ঃ আমতা আমতা ভাব। *(গাজী সাহেবের মুখের দিকে এবং এদিক সেদিক তাকান)*

এবারে আমি এদেশের কথা বলবো। এদেশে বাংগালী যারা পলিটিক্স করে তাদের সংখ্যাও বর্তমানে কম নয়। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয় যে এত কাউন্সিলার থাকা সত্তেও আমরা এক জন এমপি বানাতে পারলাম না। আমরা মাত্র ক'জন কাউন্সিলার এক মতের হতে পারলাম না। ব্যক্তিগত রেশারেশি, কার থেকে কে বড়, কার থেকে কে জ্ঞানী বেশী, কে কার কত বেশী দুর্নাম করতে পারে, কার চরিত্র খারাপ, কে মদ খায়, কে গাজা খায়, এ সব থেকে আমরা কি শিক্ষা নেব? আমরা কাদের অনুসরন করবো?

হাবু ঃ তোমার কথা গুলান বড়ই মুল্যবান? আসলেই তো আমাগো পোলা মাইয়ার ভবিষৎ কি দ্যাশে না এই খানে? এইটাতো আমরা কেউই ভাবতাছি না? কিছু দিন পর তারা কারে নিয়া প্রাউড করবো? আমাদের সব প্রাউড তো হিজিবিজি হইয়া যাইতাছে?

গাজী ঃ তোমার সব প্রশ্নের জবাব গুলা আমি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সবার সামনেই দিতে চাই। খুবই ইনটেলিজেন্স প্রশ্ন? এই সব প্রশ্নের সমাধান সবারই জানা দরকার। আমাদের দেখতে হবে এ সব কিছুর পিছনে কি কাজ করছে?

জরিনা ঃ *(ভেতর থেকে)* নাস্তা রেডি। মতিন মেহমান ভেতরে নিয়া আয়।

মতিন ঃ ডাইনিং রুমে চলেন। নাস্তা করতে করতে বাকি কথা বলা যাবে।

হাবু ঃ চলেন গাজী ভাই। *(সবার প্রস্থান)*

৬ষ্ঠ দৃশ্য

সকাল। হেকমত সাহেবের ড্রইং রুম

হেকমত, জরিনা, সায়মা, সুমন, মতিন, সহ সবাই একত্রে বসে আছে। নাচ গান কবিতা ইত্যাদির রিহার্সেল হবে

সুমন ঃ আমার মনে হয় প্রথমে নাচের রিহার্সেলটা করি। কয়টা নাচ থাকবে মামা?

হেকমত ঃ সবাই মিল্লা আমরা ডিসিশন নিমু। নাচ গান আর সব কিছুই হইবো ব্যতিক্রম। এই ঐতিহাসিক সংবর্ধনায় যেন প্রত্যেকটা আইটেম প্রশংসিত হয়। প্রথমে কবিতা– কবিতা হবে পলিটিক্যাল। মৌলবাদের উপর হইলে আরো ভালা হইবো। তাহলে সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবো শতকরা ৮০ ভাগ।

সুমন ঃ মামা কবিতার রিহার্সেল আপাততঃ থাক। সবার মেইন এট্রাকশন থাকবে নাচ এবং গানে। আর ফাইনাল রিহার্সেলে আমরা সবাই করবো।

মতিন ঃ শুরু করলে করো। না হয় আমি যাই।

হেকমত ঃ মা সায়মা তুমি কি করবা? তুমি আগে শুরু করো।

সুমন ঃ সায়মা স্টার্ট করো।

সায়মা ঃ *(হারমোনিয়াম দিয়ে ক্ল্যাসিক গান গাইতে চেষ্টা করে)* রাগ মালকোশ।

হেকমত ঃ বন্ধ করো। বন্ধ করো। এ গানে তো পাবলিক ঘুমাইয়া যাইবো। পাবলিক জাগানো গান গাও।

সায়মা ঃ না বাবা আমি জাস্ট ট্রাই করে দেখলাম গলার অবস্থাটা।

হেকমত ঃ তাই কও। আমি তো ভয় পাইয়া গেছিলাম।

সুমন ঃ সায়মা দিলরুবার একটা হিট করা গান আছে না? কি যেন গানটা?

সায়মা ঃ কোনটা? পাগল মন?

হেকমত ঃ হ হ। এই টাইপের গানের কথাই তো কইছিলাম।

সায়মা ঃ *(পাগল মন এর প্রথম চার লাইন গাবে)*

হেকমত ঃ হইবো হইবো। এইবার আরেকটা ধরো তো দেখি।

সায়মা ঃ *(হিন্দি পপুলার একটা গানের অংশ গাবে)*

হেকমত ঃ চলবো। যে গানই হউক পাবলিক নিয়া কথা। এইবার নাচের পালা।

(মতিন চলে যায়। পিছে পিছে জরিনা চলে যায়)

হেকমত ঃ এত কম ধৈর্য্য শক্তি নিয়া বাইচা আছে ক্যামনে। তাদের তো রোল নাই তাই চইলা গেছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের নাচ। একটা হিট গানের উপর করলে ভালো জমবে। তোমরা রিহার্সেল করতে থাকো আমি একটু আইতাছি। *(হেকমত চলে যায়)*

সায়মা ঃ রিহার্সেল আর ভালো লাগছে না সুমন ভাই।

সুমন ঃ কেন কি হলো?

সায়মা ঃ আমরা যতই হাসি তামাসা করছি ততই বাড়ছে? আমি কি বলতে চাচ্ছি তুমি কি তা বুজতে পেরেছো সুমন ভাই।

সুমন ঃ আমার ধারণা ছিলো ব্যাপারটি হয়তো শুধু আমিই জানি। কিন্তু এখন দেখি তুমিও জান? আসলে মানুষকে তার উপযুক্তের বেশী সম্মান দেয়া উচিৎ নয়। অনেক সময় তা খুবই খারাপের দিকে গড়ায়।

সায়মা ঃ তা থেকে তুমি কি বুঝাতে চাইলে?

সুমন ঃ আমি আসলে মামার কথা বলছি। মামা আমাদের এতো সমর্থন পেয়ে হয়তো ভাবতেছে সে যা করবে তাই আমরা মেনে নেব। তাই তিনি তোমার ব্যাপারে যে ডিসিশন নেবেন তা থেকে ফেরানো খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে বলে আমার মনে হচ্ছে।

সায়মা ঃ আসলে এ ব্যাপারে আগে থেকেই আলাপ করা উচিৎ। তা না হলে পরে সত্যি সত্যিই সমস্যা হতে পারে।

সুমন ঃ আমার মনে হয় এ ব্যাপারে হাবু সাহেবের সাথে আলাপ করা উচিৎ।

সায়মা ঃ তিনি তো আলাপ নিয়েই আসলেন। আমার কোন কিছুই আর ভালো লাগছে না। তুমি যা ভালো মনে করো তাই করো। সবকিছুই যেন হাসি তামাসা। সব কিছুই যেন এলোমেলো মনে হয়। তোমার একটা ছড়া এ ক'দিন বেশ মনে পড়ে।

এই শহরে ঘুরছে মানুষ ফরমুলা আর ধান্দায়
একটু খানি ফসকিলে হাত হরহামেশা কান্দায়।

আসলেই এই দেশের বিশেষ করে আমাদের লোকগুলোর কোনো কিছু আমার চিন্তা শক্তির সাথে ম্যাচিং হয় না।

সুমন ঃ ম্যাচিং হবে কি করে?

আজব শহর আজব লোক অদ্ভুত কারবার
সব কিছুই গোলক ধা ধা বুঝার সাধ্য কার।

একমাত্র মামার কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও করতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এভাবে করা মনে হয় ঠিক না। মতিন ইজ রাইট। এসবকে আশ্রয় দেয়া মানে মাথায় চড়ে বসা।

সায়মা ঃ আমি হঠাৎ করে আব্বার এগেইনস্টে যাইতে চাই না। না হয় অবস্থা আরো চরমের দিকে যেতে পারে।

সুমন ঃ এগেইনস্টে যাবো কেন? মামীর সাথে আগে আলাপ করবো যদি তাতে কাজ না হয় তাহলে অন্য পথ দেখবো।

সায়মা ঃ মাতো আমাকে দেশে নিয়ে বিয়ে দিতে চান। আমি যে কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। মেয়ে হিসেবে আমাদের জীবনের কি কোন মূল্য নেই?

সুমন ঃ তবুও তো ভালো মামা-মামী বিক্রির কথা ভাবেন নাই। অনেকে তো বিয়েকে বেচাকেনায় পরিণত করছে। এর কোন প্রতিবাদও হচ্ছে না।

সায়মা ঃ এরজন্য একশটা বিয়ের মধ্যে ৯০টা ভেঙ্গে যাচ্ছে।

সুমন ঃ তারপরেও আমাদের চোখ খুলে না। বিয়ের ব্যাপারটা যদি শুধু বিয়ের কথা চিন্তা না করে দুজন মানুষের জীবনের কথা সবাই ভাবতো তাহলে অন্তত কিছুটা জীবন বেঁচে যেতো। এক্ষুণি মামীর সাথে আলাপ করি।

সায়মা ঃ ভয় হচ্ছে তিনিও যদি রাজী না হন, তাহলে?

সুমন ঃ আগে আলাপ করি তারপর বোঝা যাবে। চল ভেতরে যাই। আর তাতে যদি কাজ না হয় তাহলে সবার সাথে আমরাও পলিটিক্স করবো। আর এটা হবে আমাদের জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার পলিটিক্স।

(দুজন ভেতরে চলে যায়)

৭ম দৃশ্য

হেকমত সাহেবের ড্রইং রুম

জরিনা ও হেকমত সাহেব খুবই অভিমানের ভাব নিয়ে বসে আছেন

জরিনা ঃ হুনেন। বিয়া সাদির ব্যাপারে আপনের অই কথা গুলান, কেউই তো হুনবার চায় না।

হেকমত ঃ হুনবো ক্যামনে? হিংসা। আরে হিংসায় মুখ কয়লা হইতাছে। আমার মাইয়ার জামাই হইবো একজন বিশিষ্ট নেতা। এইটা কেউ সহ্য করবার পারতাছে না।

জরিনা ঃ কেউ কইলেও তো বাহিরের কেউ না। সবাইতো নিজেগো লোক।

হেকমত ঃ আরে জিন্দেগীতে কখনও দেখছো। বিয়া সাদির ব্যাপারে বাইরের লোক ভেজাল লাগায়? লাগায়তো নিজের লোকরাই? আমার ভাইয়ের পোলার বিয়াতে দেখ নাই? আর ভেজালটা কে লাগাইছে। বাইরের কেউ না। হিংসায় জ্বলে নিজের লোকরাই। এত বড় নেতার সামনে বইতে সাহস কয়জনের আছে? আমি নিজে কথা কইতে গেলে আমার ঠ্যাং কাপে। আর তারাতো চুনাপুটি।

জরিনা ঃ তোমার নেতা ফেতা আর আমার মাইয়ার জামাই দুই জিনিস। আমার মাইয়ারে আমি দ্যাশে নিয়া বিয়া দিমু এইডাই আমার ফাইনাল কথা।

হেকমত ঃ দেশে মাইয়া বিয়া দিয়া শফিক মিয়া আর তার মাইয়ার কি অবস্থা হইছে। দেইখাও কি তোমার মাথায় কিছু ঢুকে না। আমার মাইয়ার সর্বনাশ আমি করতে দিমু না।

জরিনা ঃ এক জনের লগে হক্কলেরে মিলাইবেন না। আপনের ওই প্যাঁচাইলা কথা বাদদেন। আপনে মাইয়ার বাবা হইলে আমিও তার মা। আমিও নেতার সাথে বিয়া দিয়া তার সর্বনাশ হইতে দিমু না।

হেকমত ঃ আমারও ফাইনাল কথা। কেউই ফিরাইবার পারবো না। বিয়া যদি দেই তাইলে এই নেতার লগেই দিমু।

জরিনা ঃ হুনেন। সবাই আপনের উপর রাগ কইরা আছে। আপনে বিয়ার চিন্তাটা বাদ দিয়া আপনের সংবর্ধনার কথাই চিন্তা করেন। শেষে আপনের দুইডাই হাত ছাড়া হইবো।

হেকমত ঃ আমার লগে পলিটিক্স। সংবর্ধনা দিয়া ব্লাকমেইল করতে চায় সবাই। কইয়া দিও কেউ চাউক বা না চাউক বিয়াও হইবো সংবর্ধনাও হইবো। আর এই ঐতিহাসিক সংবর্ধনার তিন দিন পর বিয়া। কথা দিয়া দিছি।

জরিনা ঃ আপনের নিজের স্বার্থের জইন্যে মাইয়ার জীবন নষ্ট করতে চান? একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা কইরা দেখেন–

হেকমত ঃ পলিটিশিয়ানদের মাথা গরম হয় না। এইটা তোমার মাইয়াও জানে। আমি ঠান্ডা মাথায় এই ডিসিশনটা নিছি। *(মতিনের প্রবেশ)*

(মতিন বাবাকে উদ্দেশ্য করে)

মতিন ঃ আমার মনে হয় ফ্যামেলির একজন মেম্বার হিসাবে আমারও কিছু বলার অধিকার আছে। আই হ্যাব রাইট টু ছে।

হেকমত ঃ তুই এই গুলানের কিছু বুঝস নাকি? কি কইবি কও?

মতিন ঃ তোমার ওই ধারনার জন্যই আমাদের এই অবস্থা। আমার কথা হচ্ছে সায়মা যদি রাজী থাকে চায় তাহলে আমাদের আর এত ঝগড়া-ঝাটির কি আছে।

হেকমত ঃ তার আবার বিয়ের মতামত? সায়মার ভালো মন্দ কি আমি বুঝিনা?

জরিনা ঃ আপনে কি সব মাইয়াগো আমার মতো পাইছেন?

মতিন ঃ মা ঠিকই বলেছেন বাবা। পলিটিক্স করো অথচ এ দেশের আইন জানো না।

হেকমত ঃ আমাকে তুই আইন শিখাস?

মতিন ঃ আইন শেখাচ্ছিনা বাবা, জানতে বলছি। এদেশে নয়, বর্তমানে বাংলাদেশেও মতামত নিয়ে বিয়ে দিতে হয়। তুমি ভাবছো হয়তো নেতার সাথে বিয়ে হলে তোমার একমাত্র মেয়ে সুখে থাকবে। আর সমাজের কাছে তোমার মর্যাদা বাড়বে। কিন্তু আমি মনে করি এর কোনটাই তুমি পাবে না। কারন পৃথিবীতে কোন লোকই অন্যের গুনে প্রশংসিত হয়নি। সবাই তারা তাদের নিজ গুনেই প্রতিষ্ঠিত।

জরিনা ঃ ঠিক কইছে আমার মতিন।

হেকমত ঃ ঠিক কইছে আমার মতিন? *(ভেংচি)* এখন মতিনও তোমার হইয়া গ্যাছে।

জরিনা ঃ তোমার মত হেই নেতা তার পলিটিক্স নিয়া থাকবো আর আমার

মাইয়া দিন রাত কাঁদবো। পলিটিশিয়ান আর ফিল্ম স্টারগো লগে কারো মাইয়া বিয়া দেওন টিক না।

মতিন ঃ তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না বলে একটি কথা আমি বলি নাই। আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি। সে একজন বিবাহিত লোক এবং সে সন্তানের বাবা।

জরিনা ঃ দেও মাইয়া বিয়া দেও। চলি, আমার আর কোন কথা নাই। আমার মাইয়ার কপাল খুলছে। সুখে আমার ভেতর বুদ বুদ বুদ বুদ করতাছে। এই খানে থাকন যাইব না। চল মতিন।

(জরিনা ও মতিন চলে গেল। হেকমত সাহেব পায়চারী করতে থাকে)

হেকমত ঃ আচ্ছা মতিন কি হাছা কইয়া গেলো? হয়ত হাছা কারন মতিনতো কখনও মিছা কয় না। আমি কি আমার লাইগা আমার মাইয়ার জীবন নষ্ট করতাছি। আসলে আমি প্যাঁচে পইড়া অন্ধ হইয়া গেছি। নেশার মত আমারে আমার পরিবার মাইয়া পোলার থাইকা আলাদা কইরা দিছে। তাইলে আমার হাসি খুশি ফ্যামেলিটা ভাইঙ্গা যাইবো। না না আমার নেতা হওনের কোন দরকার নাই। আমি আগের মত হইয়া যামু।

(দরজায় কলিং বেলের শব্দ। গাজী ও হাবু মিয়ার প্রবেশ)

হাবু ঃ আসসালামু আলাইকুম। হেকমত ভাই কেমন আছেন।

হেকমত ঃ বসেন।

হাবু ঃ খুবই টেনশনে আছেন মনে হয়। এনিথিং রং। আরে এত টেনশনের কি আছে। আমাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান তো সাকসেসফুল হইবোই।

গাজী ঃ চারিদিকে যা হইচই। আপনাকে আগেই ধন্যবাদ দিতে হয়।

হেকমত ঃ বাহ বাহ বাহ। এই মিষ্টি মিষ্টি কথা গুলানই আমারে অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখছে। বাইরের জগৎ দেখবার সুযোগ পাই নাই। ফুসুর ফুসুর মিঠা কথায় আর কোন লাভ হইবো না। আজ থাইকা আমারে, আপনাগো আগের নেতা হেকমত ভাইরে পাইবেন না। এই বার নতুন হেকমতের চেহারা দেখবেন।

হাবু ঃ কি কইলেন হেকমত ভাই। হঠাৎ এই সব কি কইতাছেন? কিছুইতো বুঝবার পারলাম না।

হেকমত ঃ না বুঝার কি আছে। আমিতো আপনাগো মত তোষামোদ কইরা পাম

দিয়া ফুলাইয়া কথা কইতেছি না। না কি বুইঝাও না বুঝার ভান করতাছেন।

গাজী ঃ এ সব কি বলছেন? আপনার অসুবিধা থাকলে আমরা না হয় পরে আসি।

হেকমত ঃ যাওনের আগে কথাগুলা শুইনা যান। আপনেরে আমি বহুত সম্মান দিবার চাইছিলাম। আপনের মিঠা মিঠা কথা শুইনা আপনেরে মহান একজন নেতা ভাবছিলাম। কিন্তু আপনে আমারে ধুকা দিছেন।

গাজী ঃ এ সব কি বলছেন? হঠাৎ করে এমন পরিবর্তন?

হেকমত ঃ মনে আছে পরথম দিন আপনেরে একখান কথা কইবার চাইছিলাম। কথাটা আমি বিশ্বাস করি নাই কিন্তু এখন বিশ্বাস হইলো। খান ভাই ঠিকই কইছিলো। মানুষের কাছে চাঁদা আদায় করছেন। বিভিন্ন ভাবে ধোকা দিয়া– 'এক হাজার পাউন্ড হেকমত সাহেব দিছেন আপনিও এক হাজার দেন'। এইখানে আমাদের মত সহজ সরল মানুষদের ধোকা দেন আর দ্যাশে গেলে ঠ্যাং দেখান।

হাবু ঃ হেকমত ভাই আপনে একটু শান্ত হন। এই কথা গুলান কেন কইতাছেন।

হেকমত ঃ কথা গুলান কইতাছি এই জন্য যে আপনেও আমার মত ধোকায় আছেন এবং আমারেও ধোকায় ফেলছেন। আপনেতো আমারে বলেন নাই যে উনার দ্যাশে পরিবার আছে, সন্তানও আছে। কইছেন আমারে? কোন বাবা জাইনা শুইনা তার মাইয়ার সর্বনাশ করতে চায়?

গাজী ঃ আগের বউয়ের সাথে আমার ভালো বনিবনা নাই। তালাকের কথা পাকা পাকি হয়ে গেছে। তাই ভাবছিলাম।

হেকমত ঃ এইটা কি দল বদলানো পাইছেন নাকি, যখন যে দলে ইচ্ছা চইলা গেলাম, এই বউ ভালা না তো হুট কইরা আরেক বউ ধরি? তয় আপনে আমার উপকার করছেন। নইলে সারা জীবন আমারে এই অন্ধকারে থাকতে হইতো।

গাজী ঃ আসলে এ প্রসঙ্গটা আসে নাই বলেই বলা হয়নি। বিয়ে যদি না হয় তা হলে কোন অসুবিধা নাই।

হেকমত ঃ আর রাজনীতির প্যাচাইলা কথা কইয়া আমারে ভুলাইতে পারবেন না। আমার ভেতর সজাগ হইয়া গেছে। আমার সারা জীবনের আশা ভরসা সব ধুলায় মিলাইয়া গেলো। অনেক স্বপ্ন দেখেতেছিলাম। সব

স্বপ্ন কেমন জানি হইয়া গেলো।

হাবু ঃ সহজ সরল মানুষ একটুতেই দুঃখ পান। আসলে হেকমত ভাই ঘটনাটা কেমুন যেন হিজিবিজি হইয়া গেছে।

হেকমত ঃ চুপ করেন আপনেরা। চুপ করেন। আমি আর পারিনা। আমি। আমি এমন হইলাম কি কইরা? এই বুড়া বয়সে পুলা মাইয়া আর বউ এর কাছে আমার আর ইজ্জত থাকলো কই? অনেক পাপ করছি আর না? জরিনা- জরিনা- - মতিন--

(মতিন ও জরিনার প্রবেশ)

জরিনা ঃ কি হইলো? এত হই চই করতাছেন কেন?

হেকমত ঃ বউ তুমি সায়মারে একটু ডাকো। আমি, আমি আমার মাইয়ার পছন্দ মতই বিয়া দিমু। তারে আমি কখনও বাঁধা দিমু না। সায়মারে ডাকো-

জরিনা ঃ সায়মা ঘরে নাই। সুমনের লগে বাইরে গেছে।

হেকমত ঃ এই যে দেখতাছেন আমার পুলা মতিন। যারে আমি কিছুক্ষণ আগেও ভাবতাম বিলেতের সোসাইটিতে বেড়ে উঠা এক বখাটে। কিন্তু না এরাই সত্যিকারের সচেতন মানুষ। যে অন্ধকারে আমি চলছিলাম সে অন্ধকার থাইকা ফিরে আইসা নতুন কইরা অনুধাবন করতাছি। আর এর সবটুকু কৃতিত্ত্বই আমার বউ এবং সন্তানদের। আইজ তারাই আমার চক্ষু খুইলা দিছে।

(বিয়ের গানের মিউজিকের সাথে সাথে সায়মা ও সুমনের প্রবেশ)

হাবু ঃ হেকমত ভাই এতো দেখি তেলেসমাতি কান্ড। বড় ভালা হইছে। সব মুসকিল আছান। দেখেন না কি যে ভালা লাগতাছে দুইজনরে। কি কন গাজী ভাই? ভাবী মিষ্টি লইয়া আসেন।

(দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলতে থাকে)

হেকমত ঃ আমি আসলে কাদের জন্য এ সব করতাছি? কমিউনিটি, সমাজ নাকি আমার পরিবারের জন্য? আমি আমার নিজের স্বার্থের জন্য অন্ধ হয়ে গেছি। আমার কারণেই পরিবারে অশান্তি নেমে আসছিলো। কুলষিত হচ্ছিলো রাজনীতি। আমি আর এরকম নেতা হতে চাই না। প্রথমে আমি ভালো একজন বাবা হতে চাই, সচেতন ভালো মানুষ হতে চাই।

(সমাপ্ত)

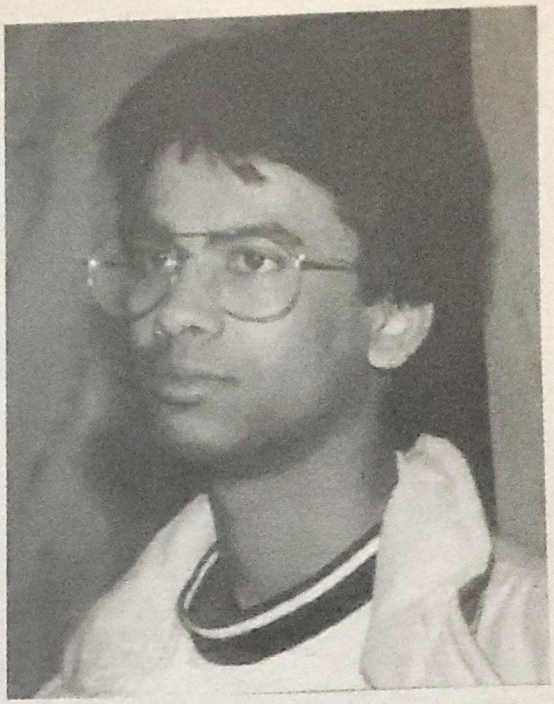

তরুণ নাট্যকার, ছড়াকার ও সংস্কৃতিকর্মী আবু তাহেরের জন্ম সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার চন্দরপুর গ্রামে ১৯৬৮ সালের ১২ মে তারিখে। বাবা মোঃ মোক্তার আলী, মা মরহুমা মাছুমা খাতুন। দীর্ঘ প্রায় ১৫ বছর ধরে বিলেত প্রবাসী থাকায় সেখানকার বাঙালি সমাজে গড়ে উঠেছে তার ব্যাপক পরিচিতি। পেশায় একাউন্টেন্ট।

স্কুল জীবন থেকেই লেখালেখি শুরু। সমাজের যতো ভণ্ডামী, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা আর প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে তার লেখা সবসময়ই সোচ্চার। লেখালেখির পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনেরও একনিষ্ঠ সংগঠক তিনি। ইতিমধ্যেই বিলেতের বিভিন্ন মঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে তার ৪টি নাটক। ব্যাপক সাড়া জাগানো 'তদবির' নাটকটি বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। বেরিয়েছে ছড়াগ্রন্থ 'মার শালাদের মার'।

আবু তাহের ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত। স্ত্রী মিতা তাহের একজন প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতশিল্পী। দেশে থাকতে বেতার-টেলিভিশনে লালনগীতি ও আধুনিক গানের তালিকাভুক্ত শিল্পী ছিলেন। এখন বিলেতেও নিয়মিত গান করেন এবং শেখান। তাদের দুই সন্তান মাহি ও মিম।